ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মুজিবনগরে ধোয়া মোছার কাজ চলছে

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে মুজিবনগরে শুরু হয়েছে ধোয়া মোছার কাজ।

বৃহস্প্রতিবার সকালে মুজিবনগর দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম মুজিবনগর সৃতিসৌধে ধোয়া মোছার কাজ করেন। এবং মুজিবনগরের চারপাশ বর্নিল সাজে সাজানো হয়।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

তবে অন্য বারের মত জনসমাগম করে জাকজমক ভাবে পালিত না হলেও করোনা প্রকোটে সল্প পরিসরে পালিত হবে ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস।

এদিকে বাইরের জেলার লোকসহ বেশি জনগন মুজিবনগরের ভিতর প্রবেশ না করতে পারে সে লক্ষে মুজিবনগরের দুইটি গেটে থাকবে নিরাপত্তা বাহিনির সদস্যরা।

ত্রাণ দেওয়ার নামে দরিদ্র অসহায় মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন ইবি প্রশাসন

ত্রাণ দেওয়ার নামে দরিদ্র অসহায় মানুষের সাথে প্রতারণা করলেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) প্রশাসন।

জানা যায়, ক্যাম্পাসে থাকা বিভিন্ন ভ্যানচালক, বাদাম বিক্রেতা, শসা বিক্রেতা, ঝালমুড়ি, ফুচকা চটপটি বিক্রেতাসহ কর্মহীন হয়ে পড়া

মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করবে বলে সারাদিন বসিয়ে রেখে ও খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে গাদাগাদি করে এমন খাদ্য সামগ্রী বিতরণের আয়োজনকে নেতিবাচক হিসেবে দেখছে অনেকেই।
গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত দাঁড় করিয়ে রেখে সব মানুষদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করায় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তারা।
তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে সারাদিন দাঁড় করিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। আমরা গরীব অসহায় বলে আমাদের এভাবে দাঁড়িয়ে রাখাটা যেন তাদের কাছে আমাদের কাছে মানুষ বলে গণ্য করে না।

ঝালমুড়ি বিক্রেতা তাহাজ্জদ আলী, ডাব বিক্রেতা সোহেল মিয়া, শরবত বিক্রেতা মাজিদুলসহ আরও কয়েকজন জানান, আমাদের সকাল আটটার সময় ডেকে এনে দুপুর একটা পর্যন্ত কেউ কিছু খাদ্যসামগ্রী না দিয়ে আমাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। আমরা খুব কষ্ট পেয়েছি।

এদিকে অসহায় দরিদ্র দিনমজুরিদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ হবে এমন খবর পেয়ে ক্যাম্পাসের আশপাশ এলাকার আরো কয়েকশ দরিদ্র ব্যক্তির বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ভিড় করে। তবে তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে না দেওয়ায় তারা খাদ্য সামগ্রী পাওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের নির্দেশে তাদেরকে সেখান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

এসব বিষয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর পরেশ বর্মন এর সাথে কথা হলে তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছে না। তবে বিভিন্ন গ্রুপ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ না করে অর্থ সহায়তা দেওয়ার জন্য তালিকা করছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কেউ হাজির না হলেও তাদেরকে বাড়িতে বাড়িতে অথবা বিকাশ একাউন্টে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হবে বলেও জানান তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে এত লোক সমাগম কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে ঢুকতে গিয়ে দেখেছি অনেক লোকজন ত্রাণ নিতে এসেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কোনো ত্রাণ বিতরণ করছে না মর্মে তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি।

জরুরি হটলাইনে কুপ্রস্তাবের অভিযোগে কুষ্টিয়া থেকে কিশোর আটক

আইইডিসিআরসহ দেশের বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী হটলাইন নম্বরে বারবার কল করে অশালীন ও কুপ্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগে সাইবার পুলিশের সহযোগিতায় ১৩ বছরের এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ।

গত মঙ্গলবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ তাকে আটক করে।

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খায়রুল আলম জানান, বিশ্বব্যাপী মহামারি আকার ধারণ করা করোনা সম্পর্কে সর্বশেষ তথ্য-পরামর্শ এবং সময়োপযোগী সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে চালু করা হয় বেশকিছু হটলাইন নম্বর। এসব হটলাইনে টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে পরামর্শ এবং তথ্য সেবা দিয়ে থাকেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তারা করোনা সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা দেওয়ার জন্য দায়িত্ব পালন করলেও অনেক কলারই অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রশ্ন করছেন। বিশেষ করে হটলাইনে কোনও নারীকণ্ঠ শুনলেই কোনও কোনও কলার অশ্লীল কথা বলেন ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন।

কুষ্টিয়ায় আটক কিশোর আইইডিসিআর, স্বাস্থ্য বাতায়ন, জাতীয় তথ্য সেবা বাতায়নসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী টোল ফ্রি হটলাইন নম্বরে কল করে ও বার্তা পাঠিয়ে নারীকর্মীদের কুপ্রস্তাব দেয়। আটক কিশোর কোনও কোনও হটলাইন নম্বরে শতাধিকবার কল দেয়।
সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খায়রুল আলম বলেন, ‘কিশোরের ব্যবহৃত মোবাইল নম্বরটি তার বাবার নামে রেজিস্ট্রেশন করা। অল্প বয়সী ছেলেকে মোবাইল কিনে দিলেও মোবাইল ফোন কী কাজে ব্যবহার হচ্ছে, খোঁজ রাখেননি বাবা। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ কিশোরের বাবাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছে।’

সিআইডির এই কর্মকর্তা জানান, এসব অবাঞ্ছিত কলের কারণে অহেতুক জরুরি এসব নম্বর ব্যস্ত থাকে। এর ফলে আসলেই যার তথ্য বা সেবা দরকার, তিনি সঠিক সময়ে সেবাটি পাচ্ছেন না। মার্চের প্রথম থেকেই

করোনা সংক্রান্ত গুজব প্রতিরোধসহ দেশের জনগণ যাতে কাঙ্ক্ষিত সেবা পায় এ বিষয়ে সিআইডির সাইবার পুলিশ কাজ করে আসছে। রাজধানীর বনানী থানার একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার কুষ্টিয়া জেলা পুলিশকে অপরাধীর অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেয়।

কুষ্টিয়া জেলা পুলিশের একটি দল কুষ্টিয়া পৌরসভার ফুলবাড়িয়া এলাকা থেকে ১৪ এপ্রিল সকালে এই কিশোর অপরাধীকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে আটক কিশোর প্রতিনিয়ত হটলাইনে নারীকর্মীদের হয়রানিসহ অশ্লীল কথা ও বার্তা পাঠানোর বিষয়টি স্বীকার করে।

দেশে করোনা কেড়ে নিল আরও ৪ প্রাণ, নতুন আক্রান্ত ২১৯

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

এ নিয়ে করোনায় মোট মারা গেলেন ৫০ জন।

বুধবার দুপুরে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এসব তথ্য জানান।

বিস্তারিত আসছে…

ঘুমন্ত শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু,

শোক সইতে না পেরে মায়ের আত্মহত্যা

বগুড়ার নন্দীগ্রাম উপজেলায় মায়ের সঙ্গে ঘুমন্ত এক শিশুর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। সন্তান হারানোর শোক সহ্য করতে না পেরে ওই শিশুর মা বিষপান করে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

বুধবার ভোরে উপজেলার পোতা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। স্বজন ও প্রতিবেশীদের ধারণা, শাশুড়ির সঙ্গে পারিবারিক কলহের জেরে সন্তানকে হত্যার পর মা আত্মহত্যা করেছেন।

তবে পুলিশ বলছে, মায়ের শরীরের নিচে চাপা পড়ে শিশুটি শ্বাসরোধে মারা গেছে। এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মাও আত্মহত্যা করেন।

নিহতরা হলেন- নন্দীগ্রাম উপজেলার বুড়ইল ইউনিয়নের পোতা গ্রামের বিপ্লব বর্মণের স্ত্রী লিপি রানী বর্মণ (২৫) ও তার ছেলে বাপ্পী বর্মণ।

পুলিশ ও স্বজনরা জানান, ৫ বছর আগে লিপি রানীর বিয়ে হয় বিপ্লব বর্মণের। তাদের ঘর আলো করে আসে দুই বছর ১০ মাস বয়সী সন্তান বাপ্পী বর্মণ। বিপ্লব দুপচাঁচিয়া উপজেলার একটি চালকলে শ্রমিকের কাজ করেন। তিনি সেখানে থাকেন ও মাঝে মাঝে স্ত্রী সন্তানের খোঁজ নিতে বাড়ি আসেন।

করোনাভাইরাসের কারণে যানবাহন না থাকায় তিনি নিয়মিত বাড়িতে আসতে পারতেন না। স্ত্রী সন্তান ছাড়াও বাড়িতে বিপ্লবের বাবা, মা বসবাস করেন।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে লিপির চিৎকারে বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীদের ঘুম ভেঙে যায়।

সবাই ঘরে এলে লিপি জানান, বাপ্পী মারা গেছে, তার বেঁচে থেকে লাভ নেই। আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা মৃত শিশু বাপ্পীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে লিপি আড়ালে গিয়ে বিষপান করে আর্তনাদ করতে থাকেন। তখন তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে বুধবার ভোর ৪টার দিকে লিপি রানী বর্মণ মারা যান।

লিপির ভাই আনন্দ বর্মণ অভিযোগ করেন, তার বোনকে শাশুড়ি পছন্দ

করতেন না। তাকে মানসিক নির্যাতন করা হতো। এ কারণেই লিপি ছেলেকে হত্যা করে আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন।

নন্দীগ্রাম থানার ওসি শওকত কবির জানান, স্বজন ও প্রতিবেশীদের অভিযোগ সঠিক নয়। ওই পরিবারে কোনো কলহ ছিল না।

ঘুমন্ত শিশু বাপ্পী মায়ের শরীরের নিচে চাপা পড়ে শ্বাসরোধ হয়ে মারা গেছে। আর এ শোকে মা বিষপানে আত্মহত্যা করেন। এর পরও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে তাদের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

মা ও ছেলের মরদেহ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। সূত্র-যুগান্তর

‘হয় খেতে দেন, না হলে যেতে দেন’

ইতমধ্যে করোনার তিনটি উপাধি পেয়েছে নারায়ণগঞ্জ, করোনা রেডজোন, করোনা ক্লাস্টার ও করোনা এপি সেন্টার। পুরো জেলা এখন লকডাউন। জীবন বাঁচাতে মরিয়া সাধারণ মানুষ। প্রায় রাতের আঁধারে ট্রাক ভাড়া করে পালানোর টেষ্টা করেছিল নারায়ণগঞ্জ ফতুল্লার প্রায় পাঁচ শতাধিক শ্রমিক। কিন্তু ফতুল্লা পুলিশ সেই শ্রমিকদের আটকে দিয়ে যানবাহন জব্দ করেছে।

এদিকে আটককৃতরা পুলিশের কাছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, “এহেনে আমগেহা কাছে ট্যাকা নাই, খাওন নাই। আমরা গ্রামে গেলে খ্যাতের সবজি ধান খাইয়া বাঁচতে পারমু। আমগো ছাইরা দেন, নাইলে খাওন দেন”।

মঙ্গলবার রাতের এ ঘটনায় বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষকে আটক করে নিজ বাড়িতে পৌছে দিয়েছে পুলিশ। জব্দ করা হয়েছে এলাকার ছেড়ে পালনোর জন্য ভাড়াকৃত তিনটি যানবাহন।
এ বিষয়ে মডেল থানার ওসি আসলাম হোসেন জানান, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় বাল্কহেড যোগে নদীপথে কিশোরগঞ্জ যাওয়ার পথে ফতুল্লার বুড়িগঙ্গা নদীতে ধাওয়া করে প্রায় ৭২ যাত্রীকে আটক করা হয়। পরে

যাত্রীরা যেখান থেকে এতে উঠেছিল, সেখানে পৌঁছে দেয়া হয়েছে এবং ট্রলার ও বাল্কহেড আটক করা হয়েছে।

ওসি আরো জানান, ওই রাতেই ফতুল্লার টাগারপার থেকে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে রওনা হওয়া যাত্রী ভর্তি তিনটি পিকআপ আটক করা হয়। এতে প্রায় দেড় শতাধিক যাত্রী ছিল।

তিনি আরও জানান, এ রাতেই মাউরাপট্টি থেকে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে রওনা করা যাত্রী ভর্তি চারটি পিকআপ আটক করা হয়েছে। এসব পিকআপে প্রায় দুই শতাধিক যাত্রী ছিল।

ওসি জানান, ফতুল্লার পঞ্চবটী থেকে কিশোরাগঞ্জ যাওয়ার পথে সাইনবোর্ড এলাকায় প্রায় ৬০ যাত্রীসহ একটি ট্রাক আটক করা হয়। সব যাত্রী যেখান থেকে উঠেছিল, সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতিটি গাড়িই থানা হেফাজতে নেয়া হয়েছে।

আটককৃতদের মধ্যে গার্মেন্ট শ্রমিক সুরাইয়া বলেন, “হয় খাওন দেন, নাইলে যাইতে দেন, কি করমু, কাজকর্ম বন্ধ”।

পুলিশ জানায়, আটককৃতরা বেশিরভাগই রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও কুষ্টিয়া জেলার বাসিন্দা।

সূত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

চুয়াডাঙ্গার আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে চাল চুরির অভিযোগ! তদন্ত কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গা সদর গড়াইটুপি ইউনিয়নের চালের ডিলার হায়দার মল্লিকের বিরুদ্ধে ওএমএসের চাল চুরির অভিযোগ উঠেছে।

কার্ডধারীরা অভিযোগ করে বলেন, ডিলার হায়দার মল্লিক ধীর্ঘদিন থেকে এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও অভিযোগ করে কোন প্রতিকার পায়নি।

অভিযোগের ভিত্তিত্বে উপজেলা প্রশাসরে পক্ষ থেকে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে বলে জানাগেছে।

অভিযোগে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের ১০ কেজি দরের চাল বিক্রির ডিলারশীপ পায় আ.লীগ নেতা হায়দার মল্লিক। তিনি গত ৯ এপ্রিল ৬০৩ জন কার্ড ধারীর বিপরীতে ৬০৩ বস্তা চাল তুলে আনেন সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে। গত রোববার সকাল ৯টার দিকে ওই চাল তিনি গড়াইটুপি বাজারের গোডাউন থেকে কার্ডধারীদের মধ্যে বিক্রি শুরু করেন।

ইউনিয়নের খাসপাড়া ও গবরগাড়া গ্রামের কয়েকজন কার্ডধারী তারা তাদের চাল কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় তারা তাদের চাল বাজারের একটি দোকানে গিয়ে মাপযোগ করেন। মাপযোগ কালে দেখতে পান বস্তাপতি (৩০ কেজি) ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম রয়েছে।

বিষয়টি উপস্থিত থাকা ইউপি সদস্য জাকির হোসেনকে বলেন। জাকির হোসেন তাৎক্ষনিক ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেনকে অবগত করেন। চেয়ারম্যান ঘটনাস্থলে পৌছান এবং বস্তা পুনরায় মাপযোগ করে তার সত্যতা পায়। চেয়ারম্যান বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবগত করেন।

খবর পেয়ে কিছু খনের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌছান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান। এসময় উৎসুক জনতা ভিড় জমায়। তিনিও বস্তায় চাল কম থাকার বিষয়টি ডিলারের নিকট জানতে চান।

এসময় ডিলার হায়দার মল্লিক জানান, সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদাম থেকে যে ভাবে দিয়েছে তিনি সে ভাবেই নিয়ে এসে কার্ডধারীদেকে দিচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর ডিলার, চেয়ারম্যান, মেম্বর, এসিল্যাণ্ড সকলেই সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামে যান এবং সেখানকার বস্তার চাল ওজন করেন। গুদামের বস্তার চাল মপযোগ সঠিক পান। তখন বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে ডিলার হায়দার মল্লিক প্রথম থেকেই এভাবে চাল কম দিয়ে আসলেও কোন অভিযোগেই কর্ণপাত করেননি।

ইউপি সদস্য জাকির হোসেন বলেন, কার্ডধারীরা আমার কাছে বললে আমি চাল মাপতে বলি এবং প্রায় বস্তায় ২ থেকে দেড় কেজি করে চাল কম পাওয়া যায়। এভাবে ৬০৩ বস্তা চাল মাপযোগ করলে তো অনেক চাল কম হবে। পরে ৬০টি বস্তার চাল মাপযোগ করা হয়। সেখানেও ৫০ থেকে ৫২টি বস্তায় একই ভাবে চাল কম পাওয়া যায়। হুক মেরে পড়ে গেলে একআধটা বস্তার চাল কম হতে পারে তাইবলে এত বস্তার চাল কম মেনে নেওয়া যায়

না।

এ ব্যাপারে ডিলার হায়দার মল্লিক বলেন, আমাকে যে ভাবে গুদাম থেকে দিয়েছে আমি সেই ভাবেই কার্ডধারীকে দিয়েছি। আমি কোন চাল চুরি করিনি।

সরোজগঞ্জ সরকারি খাদ্যগুদামের দায়িত্বরত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোল্লা আহম্মেদ জামান বলেন, কোন ডিলার যখন চাউল নেয় তখন সে তার মত করে বুঝ করে নিয়ে যায়। গোডাউন থেকে বাহিরে গেলে সেখানে কিছু ঘটলে এর দায়ভার আমাদের ওপর বর্তায় না। তার পরও ডিলারকে যে লট থেকে চাল দেয়া হয়েছে সে লটের চাল এখানে মেপে সঠিক পেয়েছে তদন্তে আসা অফিসার।

ইউপি চেয়ারম্যান আকতার হোসেন বলেন, এক আধশো গ্রাম কম হলে সেটি নিয়ে কেউ অভিযোগ করে না। যারা চাল কম পেয়েছে তারা সকলেই লিখিত ভাবে তদন্তে আসা অফিসারের নিকট দিয়েছে।

প্রথমিক তদন্তকারি অফিসার এসিল্যাণ্ড ইসরাত জাহান বলেন, সরেজমিনে এসেছি যা পেলাম তা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাবো। সিদ্ধান্ত কি হবে সেটা উপর মহল দেখবেন।

এব্যাপারে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন, যেহেতু এটি হতদরিদ্র মানুষের চাল প্রথমেই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে গরিব মানুষগুলো যাতে তাদের চালটি এখনই পায় সে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ডিলারকে ৩০ কেজি করে বুঝ করে বিতরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

সেই সাথে সদর উপজেলা পানিসম্পদ কর্মকর্তাকে প্রধান করে যুবউন্নয়ন কর্মকর্তা ও ফ্যামিলিপ্লানিং কর্মকর্তার সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠণ করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলে অভিযুক্তর বিরুদ্ধে প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

‘নখের আঁচড়ে’ ধরা পড়ল তরুণীর দুই হত্যাকারী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরশহরের মধ্যপাড়া এলাকা থেকে লুবনা আক্তার (১৮) নামে এক তরুণীর লাশ উদ্ধারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রহস্য উদঘাটন করেছে পুলিশ। ‘নখের আঁচড়ের’ সূত্র ধরে লুবনার দুই হত্যাকারীকে শনাক্ত করেছে পুলিশ।

দুই বন্ধু মিলে ধর্ষণের পর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে ছাদ থেকে ফেলে হত্যা করেছে তাকে।

লুবনা পৌরশহরের কাজীপাড়া এলাকার মুসলিম মিয়ার মেয়ে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোজাম্মেল হোসেন রেজা স্বল্প সময়ের মধ্যেই এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন করেন। হত্যাকাণ্ডে জড়িত রানা কর (৩০) ও নুপুর বসাক (৩২) নামে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। তাদের দুইজনের বাড়ি মধ্যপাড়া এলাকার বসাকপাড়া মহল্লায়। নিহত লুবনার সঙ্গে নুপুরের পূর্বপরিচয় ছিল।

মঙ্গলবার দুপুরে পুলিশ কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন রেজা এসব তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সোমবার ভোর রাতে একটি নম্বর থেকে আমাদের কাছে ফোন দিয়ে বলা হয় কাজের মেয়েকে মারধর করা হচ্ছে। এরপর থেকেই ফোন নম্বরটি বন্ধ রয়েছে। ঘটনাটি জানার পর সকালে আমি নিজেই ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত কাজ শুরু করি।

তিনি বলেন, প্রথমে আমরা ওই তরুণীর পরিচয় পাইনি। সে কাজের মেয়ে কী-না সেটিও আমরা বুঝতে পারছিলাম না। পরবর্তীতে ওই তরুণীর পরিবারের লোকজন এসে লাশ শনাক্ত করে। লাশের পাশে একটি ভাঙা টব ছিল। গলায় রশি পেঁচানো থাকলেও আমরা নিশ্চিত ছিলাম এটা হত্যাকাণ্ড। আর লাশ দেখে মনে হচ্ছিল দূরে থেকে এনে এখানে ফেলে যাওয়া হয়নি। যারাই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত তারা আশপাশেরই হবে। সেজন্য প্রথমেই আমরা আশপাশের ঘরগুলোকে আমরা নজরদারিতে রাখি।

মোজাম্মেল হোসেন রেজা বলেন, প্রথমে আমরা সন্দেহভাজন হিসেবে রানাকে আটক করি। তার শরীরে ‘নখের আঁচড়’ দেখেই আমাদের সন্দেহ হয়। লুবনাকে ধর্ষণ অথবা হত্যার সময় হয়তো সে বাঁচার জন্য নখ দিয়ে আঁচড় দিয়েছিল। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে রানা হত্যার কথা স্বীকার

করে জানিয়েছে সে ও তার বন্ধু নুপুর মিলে ধর্ষণের পর লুবনাকে হত্যা করে ছাদ থেকে নিচে ফেলে দিয়েছে।

রানা পুলিশকে জানায়, রোববার রাতে নুপুর ফোন করে লুবনাকে রানার বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে। এরপর রাত দেড়টার দিকে প্রথমে নুপুর এবং পরবর্তীতে রানা ধর্ষণ করে লুবনাকে। ধর্ষণের পর গলায় দড়ি পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে ছাদ থেকে লুবনাকে নিচে ফেলে দেয়া হয়। কোনো প্রমাণ না রাখার জন্য লুবনার মোবাইলফোনটি ভেঙে বাড়ির পাশে ড্রেনে ফেলে দেয়া হয়।

পুলিশ কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন রেজা আরও বলেন, রানার গায়ে নখের আঁচড় বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে বলতে পারবেন লুবনার নখের আঁচড় কী-না। আমাদের তদন্ত এখনও চলেছে। তবে ধর্ষণের পর লুবনাকে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছে রানা এবং নুপুর।

এর আগে সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মধ্যপাড়া এলাকার বসাকপাড়া মহল্লার রানার বাড়ির পাশে একটি বাড়ির ওঠান থেকে লুবনার লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। লাশ উদ্ধারের পরপরই নিহতের পরিবারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রানাকে আটক করে পুলিশ। এরপর দুপুরে নুপুরকেও আটক করা হয়। সূত্র-যুগান্তর

এখন পর্যন্ত মেহেরপুর করোনা মুক্ত

মেহেরপুরে মোট ১৭৪ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল আইডিসিআর এ।

আজ মঙ্গবার ১৪ জনের রিপোর্ট এসেছে এদের মধ্যে সবাই করোনা নেগেটিভ।

এর আগে ৪৬ জনের রিপোর্ট এসেছিল মেহেরপুর জেলায় মোট ৬০ জনের করোনা রিপোর্ট এসেছে এদের প্রত্যেকের করোনা নেগেটিভ।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, মেহেরপুর এখন পর্যন্ত করোনা মুক্ত আছে।

করোনা সন্দেহে মাকে সখীপুরের বনে ফেলে গেলেন সন্তানেরা

‘মা, তুমি এই বনে এক রাত থাকো। কাল এসে তোমাকে নিয়ে যাব’—এ কথা বলে ৫০ বছর বয়সী মাকে শাল-গজারির বনে ফেলে যান তাঁর সন্তানেরা। তিনি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত সন্দেহে সন্তানেরা এমনটা করেন। পরে দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলা প্রশাসন তাঁকে বন থেকে উদ্ধার করে ঢাকায় পাঠায়।

উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ২ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আবুল কালাম আজাদ বলেন, ‘গতকাল সোমবার রাত আটটার দিকে বনের ভেতর থেকে এক নারীর কান্নার শব্দ শুনে স্থানীয়রা আমাকে খবর দেয়। পরে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ এলাকার লোকজন ওই নারীর কাছে যান। ওই নারী তাঁর ছেলেমেয়েরা কীভাবে তাঁকে জঙ্গলে ফেলে গেছেন, সেই কাহিনি বলেন। পরে রাত ১২টার দিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে (ইউএনও) খবর দেওয়া হয়। রাত দেড়টার দিকে ওই নারীকে উদ্ধারের পর অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকার কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়। হাতপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই নারীকে ভর্তি না করলে আজ মঙ্গলবার সকাল সাতটায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে রাখা হয়।’

সখীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা শাহীনুর আলম আজ সকালে প্রথম আলোকে বলেন, ওই নারীর জ্বর, গলাব্যথা, সর্দি ও কাশি আছে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গ থাকায় ওই নারীকে রাতেই কুয়েত মৈত্রী হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে ভর্তির সুযোগ না পাওয়ায় তাঁকে ঢাকা মেডিকেলের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। আজ ওই নারীর নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা হবে।

ইউএনও আসমাউল হুসনা লিজা এ খবরের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ থাকায় ওই নারীর এক ছেলে, দুই মেয়ে ও জামাতারা মিলে তাঁকে বনে রেখে গ্রামে চলে যান। কীভাবে সন্তানেরা মায়ের সঙ্গে এমন অমানবিক আচরণ করলেন? গ্রামবাসী খোঁজ না পেলে রাতের বেলা হয়তো ওই অসুস্থ নারীকে শিয়াল–কুকুরে খেয়ে

ফেলত।’

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা মাসুদ রানা বলেন, ওই নারীর বাড়ি শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায়। গাজীপুরের সালনায় একটি পোশাক কারখানায় ওই নারীর এক ছেলে, দুই মেয়ে ও জামাতারা চাকরি করেন। সবাই মিলে সালনায় একটি ভাড়া বাসায় থাকেন। ওই নারী সবাইকে রান্না করে খাওয়াতেন। কয়েক দিন ধরে ওই নারীর জ্বর, সর্দি, কাশি শুরু হলে আশপাশের বাসার লোকজন তাঁদের তাড়িয়ে দেন। একটি পিকআপভ্যান ভাড়া করে শেরপুরের নালিতাবাড়ী যাওয়ার পথে সখীপুরের জঙ্গলে সন্তানেরা মাকে ফেলে যান। সূত্র-প্রথম আলো